ফুলেরা তবু মুঞ্জরে না : কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

কমলাকান্তের 'ফুলেরা তবু মুঞ্জরে না' - গানটি কাব্যভাবনার একটি অনুভূতি ভাবনার অন্যতম প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা। সাধক কমলাকান্ত এখানে নিজের অন্তরের মাতৃ দর্শন— তত্ত্বের [illegible] সংকেত খোঁজে আত্মনিমগ্ন সংকেতমুক্তির পথ খুঁজে করতে চেয়েছেন।

কবিতার শুরু হয় এই আক্ষেপের মধ্যে যে এই মানবজন্মে তবু ফুলেরা তবু মুঞ্জরিত হয় না। মান ভেঙ্গে যাবে সেই বিশ্বাসের সময় যেখানেই দেহের মানুষ মাঝে উন্মোচিত করবে ভীতিটি [illegible] আছে। যদি নিয়ত ঈশ্বরের 'কৃপা প্রভাব'। কবির ভয় হয় এই দেহটুকুতে ফুলে আর সুরভিতে ভরে ওঠা যায় না। তা শুকিয়ে যাচ্ছে। সূর্য ডুবে বলা নেই কিন্তু এই শুকিয়ে যাওয়ার কারণটাও কিছু নয় — ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া; তাকে খুঁজে নিতে অনুভূতি হয় না, আর শুকিয়ে যায় বলেই [illegible] এখন রূপ রংগের নানাবিধ লোভে লালসায় ভোগ উঠে আর দিতে। 'ভয় লাগে মা', 'প্রাণ উড়ে যায় মা' — এ সমস্ত কথার মধ্যে কবির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত [illegible] করে নেওয়া যায়।

কিন্তু কবি হৃদয় মান করে এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। 'বড় আশা' ছিল কবির যে 'হবে ভাব মা এই জগতে।' কিন্তু তার পরিবর্তে কবি দেখছেন 'তবু মুঞ্জরে না মুকুলের কারণ'। কিন্তু কমলাকান্ত আশা ছাড়েন নি [illegible] কবি বলেন: [illegible] আশার [illegible] তার কাছে তর হয় [illegible] এর [illegible] করেন। এখন তিনি অনুভব করেন আশা পূর্ণ হয় না তবু বলেন 'তবু আকুল বিপুল আছি।' (মান ভেঙ্গে যাবে এই অপূর্ণ আশার আবেগ [illegible] প্রাণের অনুভূতি ভাবনার এখন ফুল ফুটে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন — 'আশা না মিটিল')। তবে আকুল যে তবু ঈশ্বর তা বলে দেবার সাহস হয় না। কিন্তু উদ্দেশ্য [illegible]

কথা হল এই যে ষড়রিপু সম্বন্ধে শৈলজানন্দের বক্তব্য ঠিক প্রচলিত মত নয়। প্রকৃত সাধক বলেই তিনি মনের কাম ক্রোধাদির বৃত্তি নিরুদ্ধ করবার কথা বলেন না। সে সব বৃত্তি যদি মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে তবে তা মানুষের কাজেরই বৃদ্ধি করে। কামুকতা [illegible] হলে তা সংসার [illegible] যায়। ক্রোধ লুপ্ত হলে প্রতিবাদের ক্ষমতা থাকে না। লোভ হীন মানুষ তো উন্নতির চেষ্টা [illegible] যাবে। তবে এ সবের শৈলজানন্দের মত বলেই এখানে তিনি 'অসুর' দেখালেন। অসুর যখন সজ্জন মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে তখন তা সংসারকে আলো দেয়, নিয়ন্ত্রণহীন হলে সে অসুরই যেমন সর্বনাশ ডেকে আনে, ষড়রিপুও ঠিক তেমনি। আলোচ্যমান গল্প পড়ে তাই মনে হয় যেই অসুরগণ ষড়রিপু 'নির্মূল' হচ্ছে অথবা নিজেরাই ভুল বুঝে হয়তো বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। [illegible] আমাদের সম্পূর্ণ হচ্ছে না তার কারণ সমাজের এই আত্মনিয়ন্ত্রণে অক্ষমতা।

এইজন্যই ষড়রিপুকে চিনে শৈলজানন্দ নির্দেশ করতে চেয়েছেন অতিক্রমণের উপায়। উনি লিখছেন — 'মস্ত বড় হুজুর' তার নাম [illegible] দিলাম। এমন তন্ত্র সাধনায় [illegible] — সে সাধনার স্তরে [illegible] দেয় না। [illegible] ও [illegible] জন্য। তন্ত্র সাধনা 'অভিযান' প্রথম হতে পারে হতেও সিদ্ধ। সিদ্ধি লাভ করলে মানুষ ডর ও ক্ষুধার হাত থেকে রক্ষা পায়; সাথে সাথে উচিত কাজ, অন্যায় দূর না হওয়া, [illegible] দেহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারা ইত্যাদি [illegible] প্রথম হয়। প্রত্যক্ষ ডর ও ক্ষুধার হাতের অর্থ জেনেছি। কিন্তু সাথে সাথে তার নাম মূল 'ক্ষুধা' হলেও ও দমন করা যায়। এখানে ডর অর্থ দুর্বলতা। সমাজের অনেক সর্বনাশ [illegible] এসেছে — তাই দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা। কিন্তু সাধনার স্তর এই সিদ্ধিলাভের প্রক্রিয়া আমাদের সাহিত্যে কোথাও [illegible] আসেনি। তার পরিবর্তে এখানে শৈলজানন্দ [illegible] নাম উচ্চারণের মাধ্যমে এ 'ডর' নাম মূল-ই অতিক্রমণের উপায় হয়ে উঠেছে। এখানে 'প্রণাম' 'ডর' কিন্তু [illegible] — শৈলজানন্দের কাছে তিনি কিছু [illegible] মিশিয়ে দেখেছেন। আমাদের বর্তমান চিন্তাধারার এক দূর [illegible] দিয়েছে এই ভাব। শৈলজানন্দ 'ডর' নাম দিয়ে দেখালেন — কিন্তু তা যেন [illegible] না হয় যেন 'চৈতালি' — এ [illegible] — [illegible] আত্মনিয়ন্ত্রণের সাধনা ইঙ্গিত আছে।